রুদ্রানন্দ লহরী।

শ্রীমৎ স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি প্রণীত।

নবদ্বীপ গিরিবালা আশ্রম হইতে
শ্রীমৎ প্রেমানন্দ গিরির কর্ত্তৃক প্রকাশিত

—:০:—

রুদ্রানন্দাব্দ ৫৮

১৩৩৯

রুদ্রানন্দলহরী

১।

সৎগুরু কল্পতরু মোক্ষ ফলের আধার।
ব্রহ্মানন্দ পরম সুখদ শুদ্ধ জ্ঞানের আকর॥
বিধি বিষ্ণু প্রভৃতি গুরুর বিভূতি
গুরু বিনা নাহি গতি গুরু ভব কর্ণধার।
গুরু কৃপায় জ্ঞান বৃদ্ধি গুরু কৃপায় ভক্তি ঋদ্ধি
গুরু কৃপায় পায় সিদ্ধি গুরু সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর॥
গুরু ধ্যানে হও রত, গুরু সর্ব্বতত্ত্বাতীত
গুরু কৃপায় উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু নিরন্তর।
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি এক ব্রহ্ম ভাতি অস্তি
এক গুরু তিমির হস্তি গুরু জ্ঞান প্রভাকর॥
গুরু নিত্য গুরু সত্য চিদাকাশে সদা দীপ্ত
সহস্রারে বিরাজিত পরম শিব সুন্দর।
গুরু অভিন্ন রুদ্র গুরু কৃপায় দীন হরেন্দ্র
পেয়ে রুদ্রানন্দ মহাভাবে বিভোর॥

২।

গুরু পরমব্রহ্ম পরিত্রাতা মুক্তিদাতা অভয়।
শমন দমন শ্রীগুরুচরণ কররে আশ্রয়॥
শ্বাসে শ্বাসে গুরুমন্ত্র জপ কররে অভ্যাস
অনাহতে পাইবে শুনিতে হংস হংস ভাষ

হইলে নির্ম্মল দহর আকাশ
অজপা জপিতে হেরিবে চিতে গুরু চিন্ময় ॥
গুরুপদে রাখ নিষ্ঠা ভক্তি মন
পাইবে প্রাণে শান্তি সর্ব্বক্ষণ
গুরু স্বরূপে ত্রিরূপে ব্রহ্ম সনাতন ।
গুরু নিত্য সত্য শান্ত শাশ্বত অব্যয় ॥
গুরুমূর্ত্তি ধ্যান ধ্যানের মূল
একমাত্র পূজ্য শ্রীগুরু চরণ কমল
গুরু কৃপা মোক্ষ সম্বল
রুদ্রানন্দ কয় মন্ত্রমূল গুরুবাক্যে হয় জ্ঞানোদয় ॥

৩ ।

জয়তি পরম যতি পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরি
জ্ঞান তপন বিমল কিরণ অজ্ঞান তিমিরহারী ॥
চিরকুমার দিগম্বর সুদীর্ঘ কলেবর
আজানুলম্বিত বাহু পরম সুন্দর
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষবর শ্বেতশ্মশ্রু জটাধারী ॥
জনমিলে কান্যকুব্জে ভরদ্বাজ কুলনিধি
ধরিলে নাম শিবরাম ত্রিবেদী
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী লয়ে পূর্ণশশী
আনন্দে ভাসে তব জন্মতিথির পুণ্য স্মরি ॥
নাহি মায়ার আবেশ
জ্ঞানের পূর্ণ সমাবেশ
সমাধি মগ্ন অহর্নিশ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ত্রিতাপহারী ॥

দীর্ঘ জীবন করিলে যাপন
করি অধ্যয়ন বেদ ষড়দর্শন
উপনিষদ জ্যোতিষ তন্ত্র পুরাণ
তুমি সর্ব্বশাস্ত্রের অধিকারী ॥
তুমি বিভু রুদ্র নারায়ণ
তুমি পরমব্রহ্ম সনাতন
যোগী ঋষিগণ করে তব মহিমা কীর্ত্তন
নিগুর্ণ রুদ্রানন্দ তব চরণ ভিখারী ॥

৪ ।

নমি আমি বিশ্বজনক পালক নাশক পার্ব্বতীপতি গঙ্গাধর ।
পিনাক ধারক ডম্বরু বাদক ভব নায়ক ভবেশ্বর ॥
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
তুমি অগম্য ভূমা মহেশ্বর
তুমি কারণত্রয় কারণ অতীত ত্রিগুণ
ত্রিতাপনাশন ত্রিভুবন ঈশ্বর ॥
বিধি বিষ্ণু আদি দেবগণ নিরবধি
ধ্যানে না পায় অবধি তুমি অনন্ত অপার ॥
স্তিমিত লোচন মহাযোগে মগন
যোগী চিতরঞ্জন যোগজীবন যোগেশ্বর ॥
নাহি অঙ্গে ভূষণ নাহি চন্দন বিলেপন
ভস্মাচ্ছাদিত বিভূতি অনুক্ষণ হেরে লাজ পায় শশধর
কল কল নাদিনী চল চল মন্দাকিনী
শোভিছে দিবসযামিনী শিরো'পর ॥

নাহি রোষ অভিমান, (আশুতোষ) শ্মশান কৈলাস সম জ্ঞান
অমৃত তুচ্ছি হলাহল করিলে পান তুমি মৃত্যুঞ্জয় অমৃত আধার
দীন হরেন্দ্র তব কৃপায় রুদ্রানন্দ
দেহি পদারবিন্দ রুদ্র পরমেশ্বর ॥

৫।

দেবাদিদেব মহাদেব সত্য সনাতন।
নাশ অশিব সদাশিব রুদ্ররূপে কর শাসন ॥
কৃপা নিধান পরম ন্যায়বান
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ
মায়াধীশ পরমেশ মায়াতীত নির্গুণ ॥
জ্ঞান বৈরাগ্য মূর্ত্তিমান
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ঈশান
নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন ॥
শুভ্র বরণ শুভ্র জ্যোতি ধারণ
যতীশ্বর নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক শোভন
ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ অনাথ শরণ।
অর্দ্ধ নারীশ্বর সুর নর বন্দ্য
অভেদ হরিহর নহ দ্বন্দ
দিয়ে পদারবিন্দ রুদ্রানন্দে রেখ রুদ্র মগন ॥

৬।

জয় শিব শঙ্কর সঙ্কট ত্রাতা।
জয় শম্ভূ স্বয়ম্ভূ বিভু মুক্তিদাতা ॥

আশুতোষ নাশ অসন্তোষ
তুমি মঙ্গলময় মহেশ
পরাৎপর পরমেশ পরমপিতা॥
অনাদি অনন্ত অব্যয়
সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বময়
চিদানন্দ চিণ্ময় জগতপতি জগতপাতা॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা
বেদতন্ত্র তোমারি বার্ত্তা
কৃপা কর রুদ্রানন্দে তুমি রুদ্র পবিত্রাতা॥

৭।

পার্ব্বতীপতি বিশ্বনাথ অনাথশরণ।
পতিতপাবন জগতপিতা জগততারণ॥
ব্যোম ব্যোম করে শিঙা রব
তাথৈ তাথৈ কর নৃত্য তাণ্ডব
মহাদেব সদানন্দ সদাশিব
জ্যোতির্ম্ময় যোগেশ করিলে ভস্ম মদন।
জটায় জাহ্নবী শিরে শোভে ফণী
কল কল ফোঁস ফোঁস করিছে ধ্বনি
সিদ্ধিতে মত্ত দিবস রজনী
সিদ্ধিদাতা পুত্র তব গজানন॥
ত্যজি স্বর্গধাম কৈলাস
শ্মশানে কর বাস

গৌর বরণ করি পরিহাস
ধরেছ বুকে কাল কামিনীর চরণ ॥
একমেব অদ্বিতীয় রুদ্র পরমেশ্বর
সত্য সনাতন সারাৎসার
রেখ বিভু রুদ্রানন্দে নিমগন ॥

৮।

বল শিব শিব শিব ওম্ ওম্ ওম্।
হর হর হর ব্যোম ব্যোম ব্যোম ॥
পড় বেদান্ত হবে মায়া অন্ত রবেনাক ভ্রম
ছাড় অহং বল তোম্ তোম্ তোম্ ॥
কর জপ কর তপ কর সংযম
ছাড় অহং বল তোম্ তোম্ তোম্ ॥
কর যোগ কর যাগ কর হোম্
ছাড় অহং বল তোম্ তোম্ তোম্ ॥
গুরু কৃপা জেন মোক্ষমূলম্
রহ রুদ্রানন্দে কহ রুদ্র হরদম ॥

৯।

আছ চন্দ্র তারকায় আছ তপনে।
আছ নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আছ পবনে ॥
গগনে শশী ভানু মরতে ধুলিরেণু
প্রতি অণু পরমাণু আছে তব পরশনে ॥

তরুলতা গিরি নদী খুঁজিছে নিরবধি
ধাইছে বারিধী অনন্তের সন্ধানে ॥
তুমি শিব মঙ্গলময় সর্ব্বজীব আশ্রয়
রেখ রুদ্রানন্দে তন্ময় তব ধ্যানে ॥

প্রাণারাম পরমব্রহ্ম পরাৎপর।
সত্যস্বরূপ অরূপ পরমেশ্বর ॥
আছ জলে আছ স্থলে আছ নভোমণ্ডলে
আছ অনলে অনিলে তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
আছ ওমে আছ হোমে আছ ঋক যজু সামে
আছ ববম্ ববম্ ব্যোমে ব্যোমকেশ বিশ্বেশ্বর ॥
বর্ণিতে নারে বেদ তুমি রুদ্র নির্ব্বেদ
রহ রুদ্রানন্দে অভেদ নিরন্তর ॥

১১।

ক'রনা নীরব প্রণব রব পরমেশ।
পরাণে প্রীতি দিবস রাতি পাই যেন প্রাণেশ ॥
মায়া রাক্ষসী অঘটন পটিয়সী
সঙ্গে থাকি দিবানিশি ভুলায় তত্ত্বমসি নির্ব্বিশেষ ॥
ব্যোম ব্যোম নিনাদিত, সপ্তস্বর ঝঙ্কারিত
নাদ নিয়ত করে যেন পুলকিত অনাদি অশেষ ॥
শুনিলে তোমার সেতার থাকে না সে তার
শিবোহং হয় সার নাহি রয় অহং লেশ।

তুমি রুদ্র মহেশ্বর পরমব্রহ্ম পরাৎপর
রেখ রুদ্রানন্দে বিভোর বিভু পরেশ ॥

১২।

নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।
প্রণব বৈভব সাধন দুর্লভ সত্য সনাতন ॥
অগম্য ভূমা নাহি উপমা
অণিমা আদি অষ্টসিদ্ধি না পায় সীমা
তুমি পরমাত্মা আত্মারামের আরাধ্য ধন ॥
আছ সর্ব্বত্র ওতপ্রোত
যেমন দুগ্ধে নবনীত
কিম্বা সূত্রে জড়িত মণিগণ ॥
তুমি রুদ্র মহেশ্বর
পরমব্রহ্ম পরাৎপর
রেখ রুদ্রানন্দে বিভোর বিভু নারায়ণ ॥

১৩।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্ব্ব কারণ কারণ।
সর্ব্বত্র আছ ব্যাপ্ত দেখেনা এ নয়ন ॥
কে জানে তব স্বরূপ
আছে কি বিশেষ রূপ
তুমি নির্ব্বিশেষে অরূপ নিরাকার নিগুর্ণ।
তথাপি প্রাণ তোমারে চায়
মন সদা তোমাতে ধায়
হৃদয় আনন্দ পায় হয়ে প্রেমে মগন ॥

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর
সাকার কি নিরাকার কে করিবে নিরূপণ ॥
হিরণ্ময় পদ্মকোষে কর অবস্থান
তুমি জ্ঞেয় জ্ঞাতা তুমি জ্ঞান
তুমি জানাও যারে সে পায় সন্ধান
রেখ রুদ্র রুদ্রানন্দে সর্ব্বক্ষণ ॥

১৪।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অরূপ ব্রহ্ম তুমি।
আছ বিশ্বরূপে কিরূপে পূজিব আমি ॥
তব পূজার কিবা মন্ত্র
কিবা বেদ কিবা তন্ত্র
তব ধ্যান কি স্বতন্ত্র
জীব ব্রহ্ম, হয় ভ্রম, মায়ায় ভ্রমি ॥
জীব জগত মায়ার সৃষ্টি
ব্যষ্টি হতে হয়েছে সমষ্টি
জীবের সেবায় হয় আত্মার তুষ্টি
এক আত্মাময় জীব দেহ ভূমি ॥
অরণ্যে ভূধরে শ্মশানে মন্দিরে
অন্তরে বাহিরে লোক লোকান্তরে
সর্ব্বত্রে বিহর তুমি জীবনস্বামী ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ার অভিনয়
এক আত্মা অনন্ত অক্ষয়
রুদ্রানন্দ কয় আছে সমভাবে দিবস যামী ॥

১৫।

কতদিনে আত্ম দরশন করিব আমি।
কবে দেখিব সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে আছ তুমি
কবে জীবের সেবায় করিব আত্ম সমর্পণ
জীবের ভিতরে হেরিব নারায়ণ
জীবের হিত করিব সাধন
জীবরূপী শিবে সতত নমি॥
এক আত্মাময় ধরা এক ব্রহ্মে বিশ্ব ভরা
জীব ব্রহ্ম নয় ছাড়া
বিশ্বের সেবায় পাব বিশ্বের স্বামী
না হতে বাসনা নাশ লয়ে সন্ন্যাসীর বাস
হয়ে কাম কাঞ্চনের দাস
করিনা যেন আত্ম বঞ্চনা ওহে অন্তর্যামী॥
তুমি রুদ্র মহেশ্বর জীবের ত্রিতাপ হর
রেখ রুদ্রানন্দে মহাভাবে বিভোর
যেন হইনা বিভু কভু বিপথগামী॥

১৬।

করম ফল যদি জনম সম্বল
তবে তোমায় কেন ডাকি দয়াময়।
জপ তপ ধ্যান ভজন পূজন
কর্ম্মস্রোতে যদি সব ভেসে যায়॥
কার বা কর্ম্ম কেবা করায়,
চলি যন্ত্রের মত কার বা ইচ্ছায়

কার বা চিত, কোথা বা ধায়
তুমি সর্ব্বময়, খুঁজে পাইনা আমায় ॥
কেবা ব্রহ্ম কিবা মায়া
জীব ব্রহ্ম কি ব্রহ্ম ছায়া
কি কাজে ভবে আসা যাওয়া
কেবা জানে কি জ্ঞানে হইবে নির্ণয় ॥
তুমি আছ এইমাত্র মানি
থাক সর্ব্বত্র এইমাত্র শুনি
তোমায় পায় ভক্ত আর জ্ঞানী
কবে রুদ্র তোমায় জানি, রুদ্রানন্দে হইব তন্ময় ॥

১৭।

অরূপের স্বরূপ কে জানে।
যোগীগণ মগন যাঁর ধ্যানে ॥
কেহ বলে কর্ম্ম ভক্তি কভু দিতে নারে মুক্তি
কেহ দেয় যুক্তি মিলে মুক্তি জ্ঞানে।
যতক্ষণ না পায় পরিচয় ততক্ষণ নেতি নেতি কয়
চিনিলে চিণ্ময় হয়ে তন্ময় রয় তাঁর সনে ॥
রুদ্রানন্দ লয়ে ভক্তিভাব, পরম ব্রহ্মে করিবে লাভ
সচ্চিদানন্দ সদাশিব রাখিবে চরণে।

১৮।

ভোলানাথ ভুলনা আমায়।
আছ দিবানিশি সিদ্ধিতে তন্ময় ॥

বারে বারে ধরে স্থূল
আসলে হতেছে ভুল
দেখ যেন হারাইনা মূল
আছ তুমি মুলাধারে আছ সহস্রায়।
তুমি দিয়েছ গঙ্গারে জটায় স্থান,
বিষধরে ধরেছ শিরে করেছ বিষপান,
রেথ রুদ্র রুদ্রানন্দে নিমগন
মৃত্যুর কি ভয়, পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়॥

১৯।

যা দিয়েছ তাই দিয়ে পূজিব তোমায়।
তার অধিক আর পাইব কোথায়॥
কাম, ক্রোধ আদি পেয়েছি ছয় পুষ্প
হিংসা পরনিন্দা আদি হয়েছে সুগন্ধ ধুপ,
আছে ঘটপুর্ণ অজ্ঞান গঙ্গোদক,
অভক্তি তুলসী পত্রিকায় পূর্ণ হৃদয়॥
জীব বৃক্ষে ফলিছে বিচিত্র কর্ম্মফল,
নাহি ক্ষয় বাড়িছে চিরকাল
পূজার উপচার ক'রনা বিচার মহাকাল।
জ্ঞান বিল্বদল রুদ্রানন্দে দাও দয়াময়॥

২০।

তুমি নির্গুণ নিরঞ্জন অরূপ অব্যয়।
নিত্য সত্য সারাৎসার চিন্ময়॥

তুমি শিব অদ্বিতীয়, আছ সর্ব্বভূতে সর্ব্বময়
তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বময়, জীব শিব অদ্বয় ॥
তুমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পূর্ণে পূর্ণ অবস্থান,
পূর্ণ হতে পূর্ণ গ্রহন, হয় কি কখন পূর্ণ ক্ষয় ॥
দ্বৈতভাবে হয়ে অন্ধ, অদ্বৈতে ভাবি দ্বন্দ
রুদ্রানন্দ কয় সব মায়ার অভিনয় নাহিক সংশয় ॥

২১।

পড়িয়া মায়াকুপে, ভুলিয়া স্বরূপে কর কার সন্ধান
হও আত্মস্থ ত্যজ দেহাত্ম অভিমান ॥
শশী সূর্য্য গ্রহ দল অনল অনিল।
আকাশ ভূমি জল তোমাতে করে অবস্থান।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত, তুমি স্থূল সূক্ষ্ম শান্ত,
মায়াতে হয়ে ভ্রান্ত কেন স্বতন্ত্র কর অনুমান ॥
তুমি অজ নিত্য শাশ্বত জীব জগত মায়াতে প্রতিভাত
তুমি মন বুদ্ধি তুমি আত্মা তুমি প্রাণ।
তুমি ব্যপ্ত চরাচর, নানারূপে রূপান্তর
ত্যজ মায়ার বিকার রুদ্রানন্দে রহ মগন ॥

২২।

বিশ্বরূপ তব পৃথক রূপ কি আছে।
তুমি হয়েছ অরূপ বিশ্বে রূপ মিশে গেছে ॥

তোমার বিভূতি হেরি বিশ্বময়,
আছ পঞ্চভূতে ভুতনাথ অব্যয়
আছ স্বরূপে পঞ্চরূপে ব্রহ্ম অদ্বয়
তুমি চিন্ময় চিদাকাশে স্বরূপ ভাসিছে।
যোগী যোগে হয় মগন
মুনি ঋষি করে ব্রহ্মধ্যান
তোমাতে তন্ময় যেন রই সর্ব্বক্ষণ
রুদ্রানন্দ কয় রুদ্র বিনে সব মিছে।

২৩।

আমার সবটুকু ত তুমি।
মায়ার মোহে একটু ভাবি আমি॥
তুমি আছ তাই সব আছে,
তোমা বিনে সব মিছে,
ধাই মায়ার পাছে পাছে
জান সবই তুমি অন্তর্যামী।
মায়ার পুত্র মায়ার নারী,
মায়ার মিত্র মায়ার আর,
সুখ দুখ মায়ায় গড়ি,
জান সবই তুমি জীবন স্বামী॥
কবে যাবে মায়ার দ্বন্দ
ভবে যাতায়াত হবে বন্ধ
রুদ্রে মিশবে রুদ্রানন্দ
ছাড়ি মায়িক'দেহ ভুমি॥

২৪।

বাসনায় বিকৃত মন কেন তোমায় চায়না।
এ চঞ্চল চিত কেন তোমাতে ধায়না॥
কুহুকিনী আশা, বাড়ায় লালসা.
মায়া মরিচিকায় মিটেনা পিয়াসা,
তথাপি, বিষয় তৃষা কেন যায়না॥
কি ছাই নিয়ে থাকি, কি ছাই নিয়ে মাথামাখি
পাগলের মত কত কি বকি
এ রসনা শুধু তোমার নামটি লয়না॥
তুমি রুদ্র সচ্চিদানন্দ সদাশিব সদানন্দ
করনা আমায় নিরানন্দ
রুদ্রানন্দে রেখ মগন এই কামনা।

২৫।

বিশ্বনাথ কি দিয়ে পূজিব তোমায়।
সকলিত তোমার, তুমি সর্ব্বময়॥
পত্র, পুষ্প, ফল, জল
তোমারি সৃজিত সকল
নাহি জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম সম্বল
তুমি না দিলে পাইব কোথায়॥
কর্ম্মফল কিবা বিচিত্র কৌশল,
মায়ার কিবা সচিত্র ইন্দ্রজাল
পরিতে লোহ কিম্বা স্বর্ণ-শৃঙ্খল
যাতায়াত চিরকাল কেমনে হইবে কর্ম্মক্ষয়॥

তুমি অনাদি অনন্ত অচ্যুত অব্যয়,
নিত্য সত্য শাশ্বত অদ্বয়,
তুমি শিব আমি জীব কেন হয় সংশয়
রেখ রুদ্র রুদ্রানন্দে তন্ময় ॥

২৬।

বিশ্বনাথ বিশ্বে আছ মিশে বিশ্বময়।
চিদাকাশে তব স্বরূপ ভাসে চিন্ময় ॥
তোমার শশী ছড়ায় জোছনা রাশি
তোমার শিশু হাসে সুমধুর হাসি
তোমার পুষ্প বিলায় সৌরভ দিবানিশি,
তব মলয় পবনে প্রাণ সুশীতল হয় ॥
তোমার ভূতল দেয় সুবর্ণ হীরক
সাগর দেয় মুক্তা সর্প দেয় মাণিক
কামিনী কাঞ্চন দেয় সুখ ক্ষণিক
তুমি চির সুখ শান্তির আলয় ॥
সচ্চিদানন্দ সাগরে কবে হইব মগন
আমি আমার ভুলে তোমাতে রব সর্ব্বক্ষণ
অদ্বৈতে মিশিব নাশিব দ্বৈত জ্ঞান
রুদ্রানন্দে রহিব দিবানিশি তন্ময় ॥

২৭।

জয় সীতানাথ রামচন্দ্র দশরথ নন্দন।
ধনুর্ধারী রাবণারি হরি নারায়ণ ॥

করিতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন,
প্রবল রক্ষকুল করিলে নিধন
পারাবার করিতে পার করিলে সাগর বন্ধন
জানকী উদ্ধারি করিলে বর্জ্জন করিতে প্রজা রঞ্জন ॥
অভেদ শিবরাম স্বপ্রকাশ গুণধাম,
লীলায় তব শিব গুরু, জপ শিব নাম,
শিবের গুরু তুমি, শিব জপে রাম রাম
তারকব্রহ্ম নামে রুদ্রানন্দে রেখ মগন ॥

২৮।

দেখ দেখ দেবকী, মেলি শতেক আঁখি
দিয়েছে বিধি কি অমুল্য রতন
নয়নাভিরাম, নব নীরদ শ্যাম
অনুপম ভুবন মোহন
আহা কিবা মনোলোভা নীলমণি জিনি আভা,
নয়নে অরুণ প্রভা কিবা শোভাময় চাঁদ বদন ॥
শুনি বসুদেবের বাণী দেবকী চাহি অমনি
বুকে তুলে নিল যাদুমণি,
আদর করি দোঁহে মিলি করিল চুম্বন।
স্বর্গ হতে দেবগণ, মথুরায় করে পুষ্প বরিষণ,
ভব কারাগার করিতে মোচন
আসিল কি ত্রিতাপহারী হরি নারায়ণ ॥

ধন্যা শ্রাবণী কৃষ্ণা অষ্টমী, কৃষ্ণের জন্মতিথি তুমি
ধন্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারত ভূমি
যথা যুগে যুগে আবির্ভূত জগতস্বামী
নাশিতে অধর্ম্ম করিতে ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥
কংসের কথা মনে ভেবে, বাৎসল্যভাবে হ'ল প্রাণে ভয়,
লয়ে শিশুপুত্র বসুদেব নন্দালয়ে ধায়,
যশোদার কন্যা সনে করিল পুত্র বিনিময়,
যোগমায়া বিনে কে করে অঘটন সংঘটন ॥
যদুনন্দন হয়ে নন্দ নন্দন মা বলিবে যশোদায়,
হয়ে গোপাল চরাবে গোপাল
গোপ-গোপীর জুড়াবে হৃদয়
রুদ্রানন্দের কি হবে হেন ভাগ্যোদয়
বসুদেব সুত বাসুদেবে করিবে দরশন ॥

২৯।

হরি নিরঞ্জন হয়ে নয়ন রঞ্জন আসিল ধরায়।
যাঁর গুণের গরিমা না পেয়ে সীমা নির্গুণ কয় ॥
যাঁহার ইচ্ছায় শশী ছড়ায় জোছনা রাশি
ভয়ে ভানু তম নাশি
পুলকে ভূলোক করে আলোকময় ॥
সতীর পবিত্র প্রেম সদা মধুময়,
মধুর ভাবে ভজ সেই রসময়,
প্রেম বিতরিতে প্রেমে বিকাইতে, ধরেছেন তনু প্রেমময়।

যদি পেতে চাও প্রাণ সে প্রাণ রমণ
রাধার ভাবে রহ অনুক্ষণ
কর তারে প্রেম অর্পণ, চেওনা প্রেমের বিনিময় ॥
রুদ্রানন্দের নাহি ভকতি সম্বল,
ভক্তের কৃপা ভরসা কেবল
ওহে দীনবন্ধু ভকত বৎসল দিও চরণে আশ্রয় ॥

৩০।

ভজ গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ সর্ব্বকারণ কারণ।
জগদীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সত্য সনাতন ॥
অনাদি অচ্যুত অনন্ত
বেদ বেদ্য শুদ্ধ শান্ত
পরম পুরুষ হৃষিকেশ নারায়ণ।
কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান নিদান
দুঃখ ভঞ্জন করুণা নিধান
দীন তারণ জগন্নাথ জগজ্জীবন।
দেব বন্দে বেদ বন্দে
কত শব্দে কত ছন্দে
রুদ্রানন্দে পদারবিন্দে রেখ শ্রীরাধারমণ ॥

৩১।

ওহে সারথী চালাও মম মনরথে।
দেখ বিভু যেন যায়না কভু রথ বিপথে ॥

তোমারি গীতি ভগবৎগীতা, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি সংহিতা!
আপনি আচরি ধর্ম্ম সবে শিখাইতে,
পরম পুরুষ হও যুগে যুগে আবির্ভূত ভারতে॥
নিষ্কাম কর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,
কর্ম্মে অনাসক্তি বিষয় বিরতির মর্ম্ম
ব্রহ্মণ্যদেব জগতের হিতে
হও যুগে যুগে আবির্ভূত ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতে॥
তোমার প্রেমের বাঁশী বাজে যার প্রাণে
গোপীর মত হয় মোহিত প্রেমভরা গানে
পতি পুত্র ধন জন পায়না স্থান চিতে
প্রেম বিতরিতে হও আবির্ভূত ভারতে॥
তুমি নিত্য গোপাল ভালবাস চিরকাল গোপাল চরাইতে,
শুনায়ে বেণু কামধেনু পার ফিরাইতে
রুদ্রানন্দ কহে ব্রহ্মণ্যদেব জগতের হিতে
পূর্ণব্রহ্ম রূপে হও পুনঃ আবির্ভূত ভারতে॥

৩২।

আপন আপন কারে বল কেহ নয় তোর আপন।
নয় তোর দেহ আপন, আপন নয় তোর মন॥
শোনেনা মন তোর কথা,
তোর মন দেয় তোরে ব্যথা,
নয় মিত্র পুত্র কান্তা, মাত্র সব মায়ার স্বপন॥

অনিত্য কামিনী কাঞ্চন, তাতে কেন এত আকিঞ্চন
তুমি অকিঞ্চন, তুমি তোমার নও যখন
তবে কার তরে হারাও নিত্যধন ॥
যে মুখে কর চর্ব্ব চোষ্য ভোজন
সেই মুখে আপন জন করিবে অনল অর্পণ
ত্যজি পালঙ্ক ভবন শ্মশানে হবে শেষ শয়ন।
তবে ভুলে থাক কেন, সেই সত্য সনাতন
মন প্রাণ তাঁরে কর সমর্পণ
রুদ্রানন্দ কহে রহ প্রেমানন্দে মগন ॥

৩৩।

আমার হৃদয় নিকুঞ্জবনে
শ্যামা শ্যাম হয়ে দাঁড়াও দেখি।
ওমা মুণ্ডমালী হয়ে বনমালী
কর কেলি শ্রীরাধারে বামে রাখি ॥
হরপ্রিয়ে হয়ে হরি, হরে হর রাসেশ্বরী
ছাড়ি তরবারি ধরগো বাঁশরি,
কাজ কি আর রুধির মাখি।
পরিধানে নাহিক বাস, পরগো পীতবাস
মম হৃদে কর বাস এই বাসনা কমল আঁখি।
ছাড়ি গো মা নরশির, পর গলে ফুলহার
পুরাও এই সাধ আমার দিওনা আমায় ফাঁকি।
রুদ্রানন্দ করিছে ব্যক্ত, শ্যাম শ্যামা একই তত্ত্ব
যারা নয় জ্ঞানী, নয় ভক্ত তারাই করে ঠোকাঠুকি ॥

৩৪।

নয়নাভিরাম নবনীরদ শ্যাম কেন হেরিলাম সজনী।
নিরখি ঐ রসরাজ, লাজে পড়িল বাজ
মম সরম ধরম নাশিল লো ধনি ॥
শুনে তার বেণু রব, কোকিল হয় নীরব
উর্দ্ধ পুচ্ছে ধেনু সব ধায় শুনিতে মধুর ধ্বনি ॥
পরিধানে পীত ধটি, কেশরী জিনি ক্ষীণ কটি
হেরি নয়ন ভ্রুকুটি কেমনে বাঁচে কামিনী ॥
চরণে নুপুর বাজে, গলে বনমালা রাজে,
কত রতন সাজে ভূষিত ঐ নীলমণি ॥
কেমনে এমন ধনে, গোচারণে পাঠায় বনে
রুদ্রানন্দ ভণে, তুমি হৃদে লুকায়ে রেখ রাধারাণী ॥

৩৫।

মুরারী কেন শুনালে মুরলী।
আমি নই রাধা নই চন্দ্রাবলী ॥
তোমার চরণে পরাণ স'পিয়ে,
দিবানিশি রই ধ্যানে মগ্ন হয়ে
কেন ডাক্‌লে আমায় বাঁশী বাজায়ে
ওহে বহুজন বল্লভ একি চতুরালি।
তুমি নাথ চির প্রেমময়
প্রেমশূন্য মম হৃদয়
তব প্রেম পরশে হবে প্রেমোদয়
রুদ্রানন্দের হৃদে থেক বনমালী ॥

৩৬।

শিখাতে সাধনা শ্মশানে আসানা
কে তুমি ললনা চিনিতে নারি।
তন্ত্রনিহিত নিভৃত তত্ত্ব করিলে বর্ণনা
ভৈরবী রূপে কে তুমি নারী॥
কহিলে তুমি কেহ পশু ভাবে করি শুদ্ধ আচরণ
পশুপতি প্রিয়ার পূজে শ্রীচরণ
পত্র পুষ্প ফল জল করে পদে অর্পণ
তার পশুপাশ করেন মোচন পরমেশ্বরী॥
কেহ বীরভাবে পঞ্চমকারে করে শক্তির সাধনা
অনাসক্ত চিত্তে, চক্রে লয়ে ভৈরবী শুদ্ধমনা
সচন্দন স্বয়ম্ভূগোলক পুষ্পে করে শক্তির আরাধনা
ভোগের ভিতরে যোগের সোপান দেখান যোগেশ্বরী॥
কেহ করে শবসাধনা করি শবাসন
শবাসনা শ্যামামায় পেতে দরশন
বাসনা করিলে বিসর্জ্জন হয় হৃদয় শ্মশান
হৃদি মাঝে নাচে তখন শ্যামা দিগম্বরী॥
দিব্যভাবে সব ব্রহ্মময়
জীব শিব স্বতন্ত্র নয়
সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়ার অভিনয়
এক আত্মা অনাদি অদ্বয় বিরাজে বহুরূপ ধরি॥
হইলে ভুত শুদ্ধি করি যোড়ান্যাস
নির্ম্মল হয় দহর আকাশ

অনাহতে পায় শুনিতে সোহং হংস ভাষ
অজপা জপিতে হেরে চিতে চিত্তেশ্বরী ॥
কাশীপুরে রামকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টি শ্মশানে
বট অশ্বত্থ বৃক্ষ শোভিত পবিত্র প্রাঙ্গণে
সিদ্ধপীঠে পঞ্চমুণ্ড আসনে
শিখাইলে সাধনতত্ত্ব রুদ্রানন্দে কৃপা করি ॥

৩৭।

তুমি পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী।
কত রূপে কর লীলা মহামায়া মহেশ্বরী ॥
তুমি নির্গুণা নিরাকারা সগুণা সাকারা
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা পরাবরা
ত্রিনয়নী ত্রিগুণধারিণী ত্রিতাপহরা
ত্রিতাপ তাপিতে দেখা দাও তারা কৃপা করি ॥
লজ্জারূপে তুমি আছ সবার অন্তরে
লজ্জাহীনা হয়ে নাচ পতি বক্ষোপরে
রুধির সুধা ধরিয়া খর্পরে
রণ মাঝে নেচে নেচে পান কর দিগম্বরী ॥
পরমা বৈষ্ণবী তুমি, বিদিতা চরাচরে
লও মা পশুবলি, সাধকের বীরাচারে
দয়াময়ী জগজ্জননী, জানে সবে তোমারে
পশু ভাবে, তুমি ঈশানী পাষাণী নারী ॥

তুমি কুমারী, কিশোরী, কামারি মনহরা
তুমি স্মরহরা, বিপরীতরতাতুরা
মহাকালী, মহাকালে বিভোরা
তুমি কামাখ্যা, কারণময়ী, কুলেশ্বরী ॥
ব্রহ্মস্বরূপ পঞ্চতত্ত্ব, আরোপি পঞ্চমকারে
সচন্দন স্বয়ম্ভূ পুষ্প, লয়ে ভক্তিভরে
যে করে শক্তির সাধনা চক্রভিতরে
রুদ্রানন্দ বলে, সে কোলে, সিদ্ধি দেন সিদ্ধেশ্বরী ॥

৩৮।

বল মা শ্যামা কি দুখে মা থাক শ্মশানে
কাল বলে কি, লজ্জা পাও মা, রহিতে কৈলাশ ভবনে ॥
তোমার নাইক সোণার অলঙ্কার
হীরা মতি মুক্তার হার
হাড়ের মালা করেছ সার
শ্যামা তোমার নাইক বসন পরিধানে ॥
আমার ভোলাবাবা, তোমায় ভালবাসে বলে
তাই থাকে তোমার চরণতলে
ভোলানাথ গৌর বর্ণে নাহি ভোলে
তাই গৌরী সদাই থাকে অভিমানে ॥
ঘুরি কত তীর্থে কত পীঠে
কত মন্দিরে কত মঠে
এসেছি কাশীপুরে শ্মশান ঘাটে
রুদ্রানন্দে দিয়ে দেখা রাখ চরণে ॥

৩৯।

ও মন চিন্‌লিনা তুই ঐ কাল মেয়ে।
মহাকাল আছে যারে বুকে লয়ে॥
সে যে পরমা প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতি
যাহার তনয়, বিধি, বিষ্ণু প্রভৃতি
বেদাগমে, যার না পায় ইতি
সেই আদ্যাশক্তি আছে জগজ্জননী হয়ে॥
অযোনিসম্ভবা স্বয়ং উদ্ভবা
মহৎযোনি ঐ মহামায়া শিবা
তাঁর কৃপা বিনে, তাঁরে চিনে কেবা
রুদ্রানন্দ বলে, ঐ চিন্ময়ী আছে সবার হৃদয়ে

৪০।

রাঙ্গা জবা, দেখ কিবা, মায়ের রাঙ্গা পায়ে শোভিছে।
জিনি শতদল, ত্রিপত্র বিল্বদল, চরণকমল চুমিছে॥
পদ্মগন্ধ পেয়ে, ভৃঙ্গদল
পরশিল মায়ের চরণ কমল
পান করি পরিমল, আনন্দ উথলিল
নিরখি, সদানন্দ মহাকাল হাসিছে॥
পূর্ণানন্দময়ী মারে, সদা ডাক
পূর্ণানন্দে, সদা ডুবে থাক
রতি মতি ও পদে রাখ
সদাশিব, যে পদ বুকে ধরেছে॥

মা যে আমার মহামায়া
মায়ের কৃপায়, রয়না মোহমায়া
মা যে দয়াময়ী, অভয়া
তাই তনয়, করেনা ভয়, কালের কাছে ॥
ভবের খেলা সাঙ্গ হলে
মায়ের কাছে যাব চলে
মা আমারে লবে কোলে
আমার ধুলা, ময়লা, দিয়ে মুছে ॥
রুদ্রানন্দ, মায়ের আব্দারে ছেলে
মা পেলে, সব যাবে ভুলে
বাবা আছে, মায়ের চরণতলে
তাই চরণ পাবে বলে, আশাতে বুক বেঁধেছে।

৪১।

কপাল যদি হয় মা মূল, তবে তোমায় কেন ডাকি তারা।
ভেঙ্গে দেমা মনের ভুল, করিস্‌নে আর দিশে হারা ॥
তোরে পাষাণের মেয়ে, করেছে বিধি
তাই হয়েছ, এমন কঠিন হৃদি
আমি কাঁদি নিরবধি
ওমা তুমি শুন্‌তে পাওনা দুঃখহরা ॥
কর্ম্মফল যদি হয় মা প্রবল
তবে কেন পূজি, তোর চরণকমল
তপ, জপ, যদি হয় মা বিফল
তবে কর মোর কর্ম্মক্ষয়, ভবে আস্‌তে না হয়, ভবদারা ॥

কর্ম্মফলে, করে লক্ষ্য
ভ্রমিলাম যোনি, কত লক্ষ
রুদ্রানন্দে, দাও মা মোক্ষ
তারা ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ॥

৪২।

মা বলে এত ডাকি, শুনতে কি মা, পাওনা।
আছ কি মৌনী, দিবস রজনী, তাই কথা কও না
আমি কেঁদে কেঁদে মরি
তুমি আছ মায়া পাশরি
ওমা মহামায়া মহেশ্বরী
কৃপা করি, একবার দেখা দাও না।
পাষাণের মেয়ে, পাষাণী হলে
তবু দয়াময়ী ঈশানী বলে
বাপের ধারা যাও মা ভুলে
রুদ্রানন্দে, কর কৃপা, হর ললনা ॥

৪৩।

মা যার সদানন্দময়ী সর্ব্বমঙ্গলা।
তার তনয়, কেন সহিবে, ত্রিতাপ জ্বালা ॥
আমি আপন ঘরে বাস করি
কেন হয় বাদী, ছয়জন অরি
আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করি
দেয় কুযুক্তি, তাদের রাণী কুমতি প্রবলা।

যখন আমি, মুদি দুটি আঁখি
তোমার ধ্যানে, মনটি রাখি
কুচিন্তা নামে তাদের সখি
আমায় লয়ে করে কত ছলা ॥
তোর অবোধ পুত্র রুদ্রানন্দ
জানেনা মা ভাল মন্দ
দিও মা তারে পদারবিন্দ
এই ভিক্ষা চাই মা গিরিবালা ॥

৪৪ ।

মা নাম কি প্রাণভরা নাম।
মা নামে পাই প্রাণে কতই আরাম ॥
শিশু ছুটে হেসে খেলে
কেঁদে উঠে ক্ষুধা পেলে
খুঁজে মাকে খেলা ফেলে
ভবের ক্ষুধা যাবে চলে বল মা মা অবিরাম।
ওরে শ্যামা মা আমার মা
সে যে হর-মনোরমা
সন্তানের সকল দোষ করে ক্ষমা
রুদ্রানন্দ বলে, মায়ের কৃপা হলে, মিলে মোক্ষধাম ॥

৪৫ ।

আমি সাধে কি মা বলে ডাকি।
ওরে মাতেই স্নেহ মাখামাখি ॥

মাই ব্রহ্ম মাই ধর্ম্ম
জেনেছি মর্ম্ম সঙ্গে থাকি ॥
ও মন, মাতৃভাবে কর সাধন
সেই যে তোর সহজ ভজন
সার কর, শ্যামা মায়ের চরণ
যদি কৃতান্তেরে, দিবি ফাঁকি ॥
ডাক সদানন্দময়ী মারে
নিরানন্দ হবি নারে
রৈবি সদানন্দ-পুরে
রুদ্রানন্দ বলে, সে দিনের আর নাইক বাকি

৪৬।

মন শোন, কারে আমি মা বলি।
সে কথা, তোরে কি বলিব খুলি ॥
যাঁর ইচ্ছায় হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয়,
ভয়ে বাতাস বয়, শশী সূর্য্য হয় উদয়,
বিধি বিষ্ণুদ্বয়, দেবতা সমুদয়
নিরবধি রয়, যাঁর কাছে কৃতাঞ্জলি ॥
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, মহাশক্তি, ভগবান
কত নামে, জ্ঞানী, ভক্তগণ, করে আবাহন
আমি সাধনহীন, অভক্ত অজ্ঞান
তাই শিশু সম, সদা মা মা বুলি ॥

রুদ্রানন্দ তাঁহারি তনয়
তপন-নন্দন, করে যাঁরে ভয়
যাঁর কৃপায়, হয় কর্ম্মফল ক্ষয়
মা আমার সেই ব্রহ্মময়ী কালী ॥

৪৭।

আমি করিতে পারিনা তোর সাধনা।
করুণাময়ী, ভরসা কেবল তোর করুণা ॥
চলিব তোমার হাতটি ধরে
কোনও মতে যাবনা পড়ে
আমি আমার, দিব ছেড়ে
তুমি তোমার, করিব ধারণা ॥
আমি, আমার, ছায়াবাজী
তুমি যেমন বাজাও, তেম্নি বাজি
তুমি যেমন সাজাও, তেম্নি সাজি
আমার কারসাজি তো, সাজেনা।
এবার বল্‌ছি তোরে, পায়ে ধরে
আমি, আমার, নে মা, কেড়ে
কর্ম্মের বোঝা যাচ্ছে বেড়ে
দেমা কর্ম্ম নাশ করে, রুদ্রানন্দের এই প্রার্থনা ॥

৪৮।

ভগবতী বাসন্তী কর মোর বাসনা ক্ষয়।
তোমার ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥

সুরথের করিলে বাসনা পূর্ণ
এই কুরথের কর বাসনা চূর্ণ
সমাধিরে করিলে, বিষয়ে মগ্ন
বিষয় বাসনা হতে, আমায় দাও মা অভয় ॥
চাই না মা, পার্থিব অনিত্য ধন
পরমার্থ ধন, তব রাতুল চরণ
ঐ অমূল্য রতন, সদা মম আকিঞ্চন
রুদ্রানন্দ অকিঞ্চন বলে, দিও চরণে আশ্রয় ॥

৪৯।

তারা, পড়ে আছি, তোর চরণতলে।
দীন তারিণী, চাও মা একবার দীন বলে ॥
জপ, তপ, ধ্যান, ভজন, সাধন
নাই মা আর প্রয়োজন
মোক্ষধাম ঐ অভয় চরণ
রেখেছি যতনে হৃদ্‌কমলে ॥
ষটচক্রে তোর স্থান
করেছে সাধক নিরূপণ
ব্রহ্মময়ী, দাও আমায় পূর্ণ জ্ঞান
যেন দেখতে পাই তোমায় সকল স্থলে ॥
কি হবে মা, ষড়দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র
বেদ, বিধি, পূজা, মন্ত্র

ওমা তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র
রুদ্রানন্দে চালাও, তোমার অনুকূলে ॥

কুল কুণ্ডলিনী কৃপা করি দেখাও তব দিব্যস্থান
ষটচক্রে ঘুরি ঘুরি করিতে নারি সন্ধান
মূলাধার পরিহরি
সাধিষ্ঠানে চল শঙ্করী
মণিপুরে ভ্রমণ করি
অনাহতে ক্ষণকাল কর অবস্থান।
তদূর্দ্ধে করিয়া লক্ষ্য
চল যথায় চক্র বিশুদ্ধাখ্য
দ্বিদলে, আজ্ঞায় বিরাজে, জগৎগুরু বিরূপাক্ষ
সাধকে দিতে মোক্ষ, আছে সদানন্দ করুণানিধান।
এস মা, রুদ্রানন্দের সহস্রদল কমলে
মহাকালী কর ভ্রমণ, লয়ে মহাকালে
কৃপা কর মা, অধম তনয় বলে
রাখ মোরে, যোগানন্দে মগন ॥

৫১।

মহাশক্তি, আছ শক্তিরূপে, সর্ব্বভূতে সর্ব্বপ্রাণে।
স্থাবরে নিদ্রিত, জঙ্গমে স্বপন মত, জীবে জাগ্রত সর্ব্বক্ষণে ॥

জ্যোতিরূপে আছ, চন্দ্র তপনে
দীপ্তিরূপে আছ, অনলে দহনে ॥
শৈত্যরূপে আছ সলিলে পবনে
তুমি অনন্তরূপিনী, আছ নিখিল কারণে ॥
স্নেহময়ীরূপে আছ, জননী সদনে
পতিব্রতারূপে আছ, সতী সনে ॥
ব্রহ্ম বিদ্যারূপে আছ, অবিদ্যা নাশনে
ভক্তিরূপে আছ, ভক্তের পরাণে ॥
ব্রহ্মময়ী, তোমার অপার মহিমা কে জানে
রুদ্রানী, রুদ্রানন্দে রেখ শ্রীচরণে ॥

৫২।

অচিন্ত্যরূপিণী, কে তোমারে চিনিতে পারে।
বেদাগমে, তোমার তত্ত্ব, নির্ণয় করিতে নারে
বিধি, বিষ্ণু পায় না ধ্যানে
মহাকাল পড়ে আছে, তব চরণে
দেব, মানব ফিরিছে তোমার সন্ধানে
তুমি চিন্ময়ী আছ বাক্য মনের অগোচরে।
তুমি সাকারা কি নিরাকারা
কে জানে রূপ, অরূপের ধারা
রুদ্রানন্দ বলে, যে জেনেছে, সে হয়েছে আত্মহারা
যে পেয়েছে, সে ডুবেছে রূপসাগরে ॥

৫৩।

বাল অরুণ জিনি, রক্তিম বরণী,
কে এ কুমারী সবিতৃ মণ্ডলে।
দ্বিভুজা রমণী, অক্ষসূত্র কমণ্ডলু ধারিণী
দেবী গায়ত্রী, ঋগ্বেদ স্বরূপিণী, জ্ঞান উজ্জ্বলে॥
একি ব্রহ্ম শক্তি, ব্রহ্মাণী
হংস বাহিনী সোঽহং বাদিনী
ভগবতী আদ্যাশক্তি যিনি সৃষ্টির মূলে॥
গগনে বাড়িবে বেলা
রবির কিরণে পাবে জ্বালা
শুন ওমা হৈমবালা, এস রুদ্রানন্দের হৃদ্‌কমলে॥

৫৪।

রবি মণ্ডলে মধ্যাহ্নকালে কে এ কামিনী।
কৃষ্ণবরণী চতুর্ভুজ ধারিণী ত্রিনয়নী॥
একি যুবতী সাবিত্রী,
চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী,
বিষ্ণুশক্তি যজুর্ব্বেদ স্বরূপিণী॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শোভিছে চারি করে
এ যে বৈষ্ণবী, গরুড় আসন উপরে
পরিহরি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, রুদ্রানন্দের হৃদে এস নারায়ণী

৫৫।

ভানু যায় অস্তাচলে, সায়ংকালে কে এ বৃদ্ধা রমণী।
সূর্য্যমণ্ডলে চাহিছে চঞ্চলে, এ কাহার ভামিনী॥
শুভ্র বরণী দ্বিভুজা রমণী,
ত্রিশূল ডমরু ধারিণী,
সাম বেদ রূপিণী শিব শক্তি স্বরূপিণী॥
তুমি মা ভগবতী সরস্বতী,
জ্ঞান ভক্তি ভুক্তি মুক্তি দাত্রী,
গগনে বাড়িবে রাতি, এস রুদ্রানন্দের হৃদে রুদ্রাণী॥

৫৬।

জয় জগদ্ধাত্রী দুর্গা ত্রাণকর্ত্রী নারায়ণী সর্ব্বমঙ্গলা।
জয় যোগমায়া ভবজায়া, কাত্যায়নী গিরিবালা॥
তুমি মহামায়া মহেশ্বরী,
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী,
বিশ্বরূপ আছ ধরি
চিন্ময়ী হয়ে চিৎকলা॥
তুমি কালী তারা আদি দশ মহাবিদ্যা,
তুমি মীন, কূর্ম্ম, আদি দশ অবতার হও আদ্যা,
পঞ্চরূপে তুমি হও মা আরাধ্যা
কভু কৃষ্ণ হয়ে, রাধা লয়ে কর লীলা॥
তুমি তরুণ অরুণ বরণ ধরি,
সিংহস্কন্ধে আরোহণ করি,

শুম্ভ নিশুম্ভ সংহারি,
ভক্তে রক্ষিলে মা ভক্তবৎসলা ॥
তুমি চিত্তেশ্বরী অচিন্ত্যরূপিণী,
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজননী,
সচ্চিদানন্দময়ী সত্য সনাতনী,
রুদ্রানন্দে শুদ্ধা ভক্তি, দাও মা বিমলা

ওমা সর্ব্বমঙ্গলা উমা গিরিবালা মহেশ্বরী।
জগদ্ধাত্রী দুর্গা জগন্মাতা জগদীশ্বরী ॥
তুমি কালী করুণাময়ী, কালভয় বারিণী,
তুমি তারা ব্রহ্মময়ী, ভবানী ভবতারিণী,
তুমি ষোড়শী রূপসী, মহেশ-মনমোহিনী,
তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি ভৈরবী যোগেশ্বরী ॥
তুমি ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা
তুমি মাতঙ্গী, তুমি মা কমলা,
দশ মহাবিদ্যা নাশ অবিদ্যা, নিবার ত্রিতাপ জ্বালা,
দরশন দাও মা ব্রহ্মময়ী পরমেশ্বরী ॥
তুমি মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ,
বামন, ত্রিরাম, শাক্যসিংহ,
আর কল্কীরূপে ধর, পরম পুরুষ দেহ
হয়ে দশ অবতার, ভূভার হর, হরসুন্দরী ॥

তুমি কৃষ্ণরূপ ধরি কারলে ধর্ম্ম সংস্থাপন,
গীতায় করিয়া ব্যক্ত, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান,
চণ্ডীতে দিয়েছ ভুক্তি মুক্তি বিধান,
তুমি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী।
তুমি রাজরাজেশ্বরী রূপে ঐশ্বর্য্যে ভুলাও,
অন্নপূর্ণা রূপে পরমান্ন বিলাও,
দারুণ দুর্দ্দিনে নিরন্ন সন্তানে, বাঁচাও,
বিশ্বজননী হয়ে শাকম্ভরী॥
অবধূত রুদ্রানন্দ তব পুত্র,
নাশ মা তার কর্ম্মসূত্র,
কৃপা করি কর জীবনমুক্ত, কাশীপুরাধিশ্বরী॥

৫৮।

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া, নানালঙ্কার ভূষিতা।
চতুর্ভুজা মহাদেবী, নাগযজ্ঞোপবীতা॥
শঙ্খচক্র-ধনুর্ব্বাণ হস্ত চতুষ্টয়ে ধৃতা
বালার্কবরণী শিবানী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা
ভবসুন্দরী গৌরী, ঋষি মুনি, প্রপূজিতা,
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে, সিংহাসনে সমন্বিতা॥
তোমার মন্ত্র, তুমি মা পড়াও,
তোমার পূজা, তুমি মা করাও,
তোমার পুষ্পে, তুমি শোভিতা হও,
তুমি জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা।

নাই মা আমার রাঙ্গা জবা, নাই মা বিল্বদল,
নাই মা গঙ্গাজল, নাই মা ফুল ফল,
দাও আমায় জ্ঞান ভক্তি পূজি ঐ চরণকমল,
রুদ্রানন্দে কর কৃপা, উমা গিরিসুতা ॥

৫৯।

দনুজদলনী দুর্গতিহারিণী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।
দশমহাবিদ্যা দুর্গা অবিদ্যানাশিনী ॥
জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী জগৎতারিণী,
জরা ব্যাধি জন্মাদিহরা জগদম্বা মোক্ষদায়িনী।
গণেশজননী গিরিনন্দিনী গিরিশগৃহিণী,
গতিদায়িনী গৌরী গুণময়ী নারায়ণী ॥
চিন্ময়ী চিত্তেশ্বরী অচিন্ত্যরূপিণী,
চিৎশক্তি চিতি অচিতি সর্ব্বস্বরূপিণী।
ত্রিনয়নী ত্রিগুণধারিণী ত্রিতাপনাশিনী,
ত্রিদশেশ্বরী, ত্রিপুরারি-মনমোহিনী ॥
মহামায়া মহেশ্বরী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী,
মহাকালী মুণ্ডমালী, শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী।
সিদ্ধেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী,
সিংহবাহিনী শিবানী, নারসিংহী নিস্তারিণী ॥
রুদ্রাণী রক্তদন্তী, রক্তবীজ-সংহারিণী,
রুদ্রানন্দের নাশ কর্ম্মবীজ, শক্তিভূতা সনাতনী ॥

৬০।

নন্দগোপ-গৃহজাতা কে তুমি কাহার সুতা,
তুমি জগন্মাতা জন্মদাতা, কে করে তত্ত্ব নিরূপণ।
করিতে কংসে ছলনা, এ কির কেমন লীলা,
তুমি যোগমাতা যে মায়ায় ক'রলে মায়িক-দেহ ধারণ।
তুমি নারায়ণ তুমি নারায়ণী,
পুরুষ প্রকৃতিরূপে অভেদ পরমাত্মনি,
ধন্যা শ্রাবণী কৃষ্ণা অষ্টমী, ধন্যা নক্ষত্র রোহিণী,
যাতে আবির্ভূতা তুমি ক'রতে জীবের কল্যাণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য শুভ অশুভ রূপে নিত্য,
কর্ম্মক্ষেত্রে রোধিছে মম মোক্ষপথ,
হয়েছে বিন্ধ্যাচল মম চিত্তরথ,
বিন্ধ্যাবাসিনী আসি, কর দোঁহে নিধন।
তুমি চিন্ময়ী চিত্তেশ্বরী, চৈতন্যরূপিণী,
সর্ব্বমঙ্গলা সারদা সর্ব্বস্বরূপিণী,
পরমেশ্বরী পরাৎপরা পরমার্থ প্রদায়িনী,
রুদ্রাণী রুদ্রানন্দে, দিও মা চরণে স্থান॥

৬১।

উমা তুমি রাজার মেয়ে।
কাঙ্গালকে কেন দেখ্‌বে চেয়ে॥
কাঙ্গালকে একবার দেখা দিলে,
ছাড়বেনা তোমায় কোন কালে,

ধনী তুষ্ট ধন পেলে,
তোমার কাঙ্গাল তুষ্ট, তোমায় পেয়ে ॥
বাবা আশুতোষ দয়াল বটে,
তবু দেখা নাহি ঘটে,
কোথায় ব'সে, সিদ্ধি ঘোঁটে,
থাকে শ্মশানে মশানে লুকায়ে ॥
নামটি তোমার দীন তারণী,
আমার মত দীন, কোথাও নাই জননী,
মা মা বলে কাঁদি দিবস রজনী,
রাজনন্দিনী কৃপা কর, রুদ্রানন্দে চরণ দিয়ে ॥

৬২।

দুর্গে অবরোধ করিতে, পারে কি তারে ছয় সেনানী।
দশ দিকে দিয়ে হানা লয়ে অসংখ্য বাহিনী ॥
প্রবল রিপুকুল, ধায় নাশিতে ধরমকুল,
ঘটাতে যায় অমঙ্গল,
হয় বিফল, শুনি দুর্গা নামের ধ্বনি।
রুদ্রানন্দ তাঁহারি তনয়,
তপননন্দন করে যাঁরে ভয়,
মুক্তির কি ভয়, মা যার সর্ব্বমঙ্গলা, বাবা শূলপানি ॥

৬৩।

মা যে সর্ব্বমঙ্গলা সদা থাকে সঙ্গে।
সে যে মহামায়া খেলে মায়ারঙ্গে ॥
হাতটি ধরে নিয়ে বেড়ায়,
ছেড়ে দেয় কত খেলায়,
আছাড় খেয়ে পড়লে ধরায়,
তারে ধরে তোলে অঙ্গে ॥
কুপথে করিলে গমন,
মা যে কতরূপে করে দমন,
মায়ের মত কেহ নয় আপন,
রুদ্রানন্দ বলে, মাকে ফেলে পড়িস্‌নে মায়ার তরঙ্গে

৬৪।

যদি দুঃখ দিলে হয় ভাল, তবে দুঃখ দাও।
দুঃখ দিয়ে দয়া করে সহিতে শিখাও ॥
সে সুখ চাহিনা তারা
যাতে হতে হয় তোমা হারা
যেন হইনা কভু নিরানন্দ, এই কর সদানন্দ-দারা
রুদ্রানন্দের এই নিবেদন, দুঃখ দিয়ে সঙ্গে রও ॥

৬৫।

ওগো কালা, একবার হওগো কালী।
বনমালী, হও দেখি মুণ্ডমালী ॥

পীতবাস পরিহরি, হও কালা দিগম্বরী
সদাশিবের বক্ষোপরি, নাচ আর দাও করতালী ॥
ছাড় বাঁশী ধর অসি, কালশশী হও মুক্তকেশী
তোমার চরণ পূজিতে ভালবাসি, এনেছি তাই জবা তুলি ॥
রাখিব তোমায় হৃদয়পটে, যেতে আর দিব না গোঠে
আমি মন দিয়েছি কপটে শঠে, এবার লও কালী প্রাণ বলি ॥
রুদ্রানন্দ তব তনয়, তারে দিবে যদি বরাভয়
তবে ভবে যেন আসতে না হয়, বলছি হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥

৬৬ ।

দেহি পদরজ, শ্যাম সরোজ বিহারিণী আহিরিণী ললনা ।
ব্রজেশ্বরী কৃপা করি, শিখাও যুগল রূপের সাধনা ॥
তুমি প্রকৃতিপরা পরাৎপরা
হ্লাদিনী শক্তি সারাৎসারা
তুমি মহাভাবময়ী, আমি ভাব হারা
কেমনে করিব তব আরাধনা ॥
তুমি অযোনি সম্ভবা, স্বয়ং উদ্ভবা,
হেরি তব অপরূপ আভা, শশী হল হীনপ্রভা
অকলঙ্কিনী শশী, ধর কত শোভা
তুমি প্রেমময়ী রাই কামগন্ধহীনা ॥

রুদ্রানন্দের বাণী, শুন রাধারাণী
তোমার হাটে বিকায়. প্রেমময় নীলমণি
তুমি প্রেমের মহাজন ধনি,
প্রেমহীনে দাও সে ধনে, রুদ্রানন্দের এই কামনা

৬৭।

মম জন্মভূমি, ভারত তুমি চির পুণ্যময়।
যথায় যুগে যুগে অবতীর্ণ ভগবান দয়াময়॥
যথায় আদ্যাশক্তি ভগবতী, হইল দশ মহাবিদ্যা
যাঁহার সাধনায় রয়না অবিদ্যা
যাঁহার পূজায় হয় ভক্তি শুদ্ধা
আজিও জগন্মাতা একান্নপীঠে বিরাজিতা নাহিক সংশয়।
নাশিতে সঙ্কট, হইল প্রকট, রামরূপে নারায়ণ
কৃষ্ণরূপে করিল ধর্ম্ম সংস্থাপন, পুর্ণ ব্রহ্ম সনাতন
বুদ্ধদেব শিখাল কর্ম্মযোগ, দিতে জীবে নিব্বাণ
শঙ্কর দেখাল জ্ঞানমার্গ, ভক্তি পথ শ্রীচৈতন্য প্রেমময়।
গৌতম কপিল বেদব্যাস আদি ঋষি রচিল ষড়দর্শন
বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক পরাশর আদি দিল ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান
গার্গী মৈত্রেয়ী আদি নারীগণ, ছিল ব্রহ্মধ্যানে মগন
কলিযুগে রামকৃষ্ণ পরমহংস করিল সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়॥
যথায় দুর্দ্ধর্ষ দানবে করিতে দলন
দধীচি করিল স্বীয় অস্থি দান

তুষিতে সেবায়, অতিথির মন
দিল পুত্র বলিদান, দাতাকর্ণ সদাশয়॥
শোভিছে যথায় গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী
দিয়ে ধন ধান্য পালিছে ভারত সসাগরা ক্ষিতি
আজিও বক্ষ করিয়া স্ফীত, দাঁড়ায়ে আছে হিমালয়।
ভারতে ছিলনা জাতীয়তা আর একতা,
ছুৎমার্গ ধরি বাড়িতেছিল সঙ্কীর্ণতা
বর্ণাশ্রম গণ্ডীতে হারাল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা
তাই জাগাতে ভারতে, এসেছে বৃটীশ বিধির ইচ্ছায়।
তুমি মা পুত্রে করিতে শাসন,
পর হস্তে রেখে কর নির্য্যাতন
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলা, সবই তোমার মঙ্গল বিধান
রুদ্রানন্দ বলে লভিবে স্বরাজ্য, কর ষড়রিপু জয়॥

৬৮।

জগদগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস পরাৎপর।
জগদারাধ্য নিত্য সিদ্ধ সারাৎসার॥
তুমি কখন রাম কখন কৃষ্ণ
কখন বুদ্ধ কখন খ্রীষ্ট
তুমি চৈতন্যরূপে হয়ে ইষ্ট, কর জীব উদ্ধার॥
ভাগিরথী কূলে, পঞ্চবটী তলে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন করিলে
আপনি আচরি ধর্ম্ম, সবে শিখাইলে, হয়ে যুগ অবতার।

পরম ব্রহ্ম অখণ্ড অদ্বয়
শিখাইলে সর্ব্ব ধর্ম্ম করি সমন্বয়
নাম ভেদে বিভু ভিন্ন নয়
যত মত তত পথ করিলে প্রচার ॥
কামিনী কাঞ্চন করিয়া বর্জ্জন
শিখাইলে পরম হংসের আচরণ
তুমি নারায়ণ, নরেন্দ্র নর ঋষিবর ॥
ব্রহ্মময়ী ভব তারিণী তারা
তোমার ডাকে দিত সাড়া
রুদ্রানন্দে কর আত্মহারা, শুনায়ে মায়ের স্নেহের স্বর ॥

৬৯।

মা! তোমারি আশীষে বরষ হারিষে
গেল মহাকালে মিশায়ে।
সব সুখ দুখ আশা নিরাশা
দিয়েছি কর্ম্মনাশায় ভাসায়ে ॥
তোমারি চরণে যে জন সঁপেছে পরাণ
তার জীবন মরণ, মরম বেদন,
হয়েছে সব অমিয় সমান
সে কি বাঁচিতে চায় ও চরণ ছাড়িয়ে।
কাম কাঞ্চন ধন যশ মান
ঈর্ষা বিদ্বেষ কুৎসা অপমান
পারে কি টলাতে কভু তার মন
রুদ্রানন্দ বলে, ও চরণে, যে জন আছে পড়িয়ে ॥